দৈনিক ইত্তেফাক

33

তারিখ 5 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষার গতি পশ্চাতমুখী

। নাজমুল হাসান ।

বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশী গ্রাম এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন। দুই বা তিনটি গ্রামের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র একটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করার পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা শুমারির রিপোর্টে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। এ অবস্থায় দুই হাজার সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হইয়া পড়িবে।

প্রতি বিভাগের ১টি জেলা লইয়া চার বিভাগের চারটি

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষার গতি

(১ম পৃঃ পর)

গ্রামের জন্য একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। মানিকগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর ও সাতক্ষীরায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপনের পূর্বেই বিদ্যালয়ত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর হার যথাক্রমে ৭৬, ৭৪, ৭১ ও ৭৫। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই হার অর্ধেকে কমাইয়া আনার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু দুই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অবস্থার কোন হেরফের লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

শিক্ষাশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৬ বৎসরে দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র পাঁচ হইতে আট ভাগ। শিক্ষাশুমারির অন্তর্ভুক্ত চারটি জেলার মাত্র ৫ ভাগ লোক নগরবাসী, বাকী ৯৫ ভাগ লোকের বসবাস গ্রামে। কিন্তু শহরের চাইতে গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার প্রায় ২০ ভাগ কম।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাত্র দুইভাগ সরকারী

মানিকগঞ্জ, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সাতক্ষীরা জেলার মাত্র ২ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী। বাকী ৯৮ ভাগ স্কুল রেজিষ্ট্রিকৃত বা রেজিস্ট্রীবিহীনভাবে বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ৬৬ ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান সম্পর্কে শিক্ষাশুমারির রিপোর্টে কোন মন্তব্য করা হয় নাই।

জুলাই মাসে বই পৌঁছে

প্রাথমিক শিক্ষার বিনামূল্যের বই বিতরণে অব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া শিক্ষাশুমারির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ৪টি জেলাতেই ১৯৮৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষার বই পৌঁছিয়াছে অনেক বিলম্বে। ফেব্রুয়ারী-মার্চের পূর্বে বইয়ের সরবরাহই শুরু হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে জুন-জুলাই মাসে, শিক্ষা বর্ষের অর্ধেক শেষ হওয়ার পর। কোথাও কোথাও বই পৌঁছিয়াছে আগষ্ট মাসে। বিদ্যালয়গুলিতে প্রেরিত বইয়ের সংখ্যাও ছিল প্রয়োজনের চাইতে কম। কিন্তু মোট কত ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বিনামূল্যের বই পায় নাই, সে সম্পর্কে শিক্ষাশুমারির রিপোর্টে কোন তথ্য নাই। তবে বলা হইয়াছে, প্রায় সর্বত্রই বিনামূল্যে বিতরণের বই অবাধে খোলা বাজারে বিক্রি হয়। উপজেলা সদরের শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস হইতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত বই পরিবহনের কোন খরচ সরকার বহন করে না। আর এ কারণেই বিনামূল্যের বই বিতরণে শিক্ষকরা বাধ্য হইয়া দুর্নীতির আশ্রয় নেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।